আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) মহাপরিচালক কইচিরো মাতুসুরার বাণী

<u>২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯</u>

দীর্ঘ বার মাস ব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিপর্বের পর এবার ২০০৯ এর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আগের কাজগুলোর প্রভাব ও মুল্যায়ন করার নতুন অধ্যায়ের সুচনা করেছে।
দশ বছর আগে বাংলাদেশ উথ্যাপিত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ দিবসটি ঘোষণা করার পর আজ আমরা কি অর্জন করেছি?
একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে এ দিবসটি ভাষা বৈচিত্র ও বহুভাষাতত্ত্বের ভিত্তির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, ভাষা ব্যক্তি ও মানুষের আত্ম-পরিচয়ের একটি অংশ, এবং সবার জন্য শিক্ষা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহের মুল হাতিয়ার।

ক্রমবর্ধমান হারে সরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের অংশীদ্বারগণ স্বীকার করে যে ভাষা হলো সব ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। বহুভাষা শিক্ষার সাথে, সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এখন যেকোনো টেকসই উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আমাদের আশা যে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং বহুভাষাতত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত দৃশ্যমান ফলাফল, আন্তর্জাতিক মার্তভাষা বর্ষ ২০০৮ উপলক্ষ্যে ইউনেস্কো পরিচালিত যোগাযোগ কার্যক্রকে আরোও বেগবান করবে এবং সরকারসমুহ ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো কর্তৃক গৃহীত কর্মকান্ডগুলো অব্যাহত রাখতে এই চ্যালেঞ্জগুলো মুল ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়াও ভাষা বর্ষ থেকে প্রাপ্ত সুফল এবং ২০০৮ সালে চালু হওয়া কয়েকশ ভাষা উন্নয়ন প্রকল্প, ভাষা বর্ষের প্রভাব আগামী মাসগুলোতে উন্নয়ন, শান্তি ও সামাজিক সংহতিতে ভাষার গুরুত্ব পরিমাপের মানদন্ড নির্ধারণের মাধ্যমে মুল্যায়ন করা হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দশ বছর পুর্তিতে আমি ২০০৮ সালে ঘোষিত এবং গৃহীত ঘোষণাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি বিশেষ করে আশা করি যে সরকার তাদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং তাদের প্রশাসনে, দেশের ভাষাগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও ফলপ্রসু সহবস্থানের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এভাবেই আমরা সংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুভাষার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে সফল হব।

- কইচিরো মাতুসুর

** ** **